Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.116-127
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাঙালী মধ্যবিত্তজীবন ও রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস

ড. মৌসুমী পাল

সহযোগী অধ্যাপক, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

In the seventies and eighties, the novelist Ramapada's distinctive approach can be noticed. He analyzed the middle class society in detail in his novels of this period. His novels reveal the complex mindset of the middle class. Ramapada's novel mainly exposes different aspects of Bengali life. His novels are characterized by his intelligence, focus, firm conviction and above all, modest diction. This feature is evident in the early novels of the author and his speech becomes clear and sharp in the later novels. Along with the changing situation of the middle class, how the character of the middle class is changing under the harsh impact of reality is observed in the author's novels based on the middle class life.

In the fifty years since independence, the silent shift that has taken place in the life of the Bengali middle class has not escaped Ramapada's sight. We observe this gradual change of the familiar world in the literary work of the novelist. Although the topic is timeless, there is innovation in the style of presentation. Novels draw the attention of the reader by analyzing the characterizations, incidents and interactions within the context of a period of life.

Variation is a special feature in Ramapada's novel. Till 'Kharij' he is a seeker of variety in the subject of the novel. Again in the later novels of 'Kharij' he explores variations on the same theme. The purpose of this article is to discuss how the diverse middle class life is depicted in the novels of Ramapada Chowdhury, how the novelist has portrayed the humanity, selfishness, duality of existence, moral values and degradation in his novels.

Keywords: Novel, Middle-class life, Middle-class characters, Romance, Middle-class values, Middle-class mentality, Real life, Selfishness, Morality.

মূল প্রবন্ধ: সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর প্রথম পছন্দ ছোটগল্প হলেও কিম্বা ছোটগল্পের মাধ্যমে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও বা ছোটগল্প তাঁকে সাহিত্য জগতে পরিচিতি দিলেও উপন্যাসের জগতেও সমানভাবে বিচরণ করেছেন তিনি। স্কুলে পড়াকালীন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে রচনা করেছিলেন 'চোরাবালি' উপন্যাস। যে উপন্যাসটিকে নিজেই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' এর রচনাকাল ১৩৫৪ ১৯৪৭ সাল আর শেষ উপন্যাস 'পশ্চাদপট' রচনা করেছেন ২০০৪ ১৪১১ সালে। রমাপদর উনপঞ্চাশটি উপন্যাস বাঙালি পাঠকের সামনে মধ্যবিত্ত জীবনের বিভিন্ন দিককে উন্মোচিত করেছে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আছে প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর', জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠা 'লালবাঈ', চিরায়ত সাহিত্যের সম্মানপ্রাপ্ত

‘বনপলাশীর পদাবলী’, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস ‘খারিজ’, আছে ঔপন্যাসিকের নিজের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘বীজ’, তরুণ-তরুণীদের উপযোগী ‘এখনই’ (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত) ও ‘পিকনিক’, যুদ্ধবিরোধী উপন্যাস ‘স্বজন’, অসহায় মানুষের অলৌকিক নির্ভরতার উৎস নির্ণয়ের উপন্যাস ‘শেষের সীমানা’ এবং আরো নানাবিধ বিষয়নির্ভর উপন্যাস। এত বেশি বিষয় বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে খুব কম সংখ্যক ঔপন্যাসিকের লেখায় দেখা যায়। “ব্যক্তিগত বোধ থেকে নৈর্ব্যাক্তিক বোধ - এই উত্তরণ সব সফল শিল্পীর ছাড়পত্র।” রমাপদ চৌধুরী এই অনুজ্ঞা কোনদিন ভোলেননি।”[১]

রমাপদ চৌধুরীর ‘আশ্রয়’, ‘বীজ’, ‘দাগ’, ‘হৃদয়’, ‘রাজস্ব’, ‘এই পৃথিবী পান্থনিবাস’ প্রভৃতি উপন্যাসে অর্থনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। প্রেম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ‘অ্যালবামে কয়েকটি ছবি’, ‘আরো একজন’, ‘এখনই’, ‘স্বজন’ প্রভৃতি উপন্যাসে। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্ক নিয়ে লেখা ‘খারিজ’, ‘আশ্রয়’, ‘বাড়ি বদলে যায়’ প্রভৃতি উপন্যাস। লেখকের বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় বহন করে প্রজন্মগত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় ‘হৃদয়’, ‘ছাদ’, ‘এখনই’, ‘পিকনিক, ‘ডুবসাঁতার’, ‘বীজ’, ‘চড়াই’, ‘বনপলাশীর পদাবলী’, ‘রাজস্ব’, ‘এই পৃথিবী পান্থনিবাস’ প্রভৃতি উপন্যাসে। মানবিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় ‘স্বজন’, ‘এই পৃথিবী পান্থনিবাস’, ‘বাহিরি’, ‘চড়াই’ প্রভৃতি উপন্যাসে। আর ‘যে যেখানে দাঁড়িয়ে’, ‘পরাজিত সম্রাট’, ‘আরো একজন’ প্রভৃতি উপন্যাসে অবৈধ সম্পর্কের ছায়াপাত পরিলক্ষিত হয়।

রমাপদর উপন্যাস মূলত বাঙালি জীবনের বিভিন্ন দিককে উন্মোচিত করেছে। “সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে বিপুল না হলেও তাঁর প্রতিটি লেখা হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল সচেতন শিল্পী মনের অভিজ্ঞান।”[২] ঔপন্যাসিক রমাপদ তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা নিজস্ব ফর্ম তৈরি করেছিলেন। এই ফর্ম তিনি মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজেই এর নাম দিয়েছেন ‘Mixed Weves’ বা ‘মিশ্র তরঙ্গ’। ‘খারিজ’ এবং এর পরবর্তী সব উপন্যাসে তিনি এই রীতি অনুসরণ করে এসেছেন। দীর্ঘ লেখক জীবনে রমাপদ কখনোই অতিকথনে বিশ্বাসী নন। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে পরিচয় রয়েছে তাঁর মেধার, মনোযোগের, স্থির প্রত্যয়ের এবং সর্বোপরি পরিমিত বাগভঙ্গির। লেখকের প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য আভাসিত এবং পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট এবং শাণিত হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের চুলচেরা বিশ্লেষণ দেখা যায় ‘খারিজ’, ‘লজ্জা’, ‘বীজ’, ‘হৃদয়’, ‘চড়াই’, ‘রূপ’, ‘বাহিরি’, ‘অভিমন্যু’, ‘ছাদ’, ‘একা একজীবন’, ‘সুখ-দুঃখ’, ‘ভবিষ্যৎ’ প্রভৃতি উপন্যাসে। মধ্যবিত্তের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পাশাপাশি মধ্যবিত্ত চরিত্র যে কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সেই চিত্র লেখকের মধ্যবিত্ত জীবননির্ভর উপন্যাসগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। রমাপদর উপন্যাসে পাঠক নিজেদের দেখার সুযোগ পান। ‘দ্বিতীয়া’, ‘দিনকাল’, ‘স্বার্থ’, তাঁর নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস আর ‘পশ্চাৎপট’ লেখকের লেখা শেষ উপন্যাস।

লেখকজীবনের প্রথম যুগে যেসব উপন্যাস রমাপদকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে ভালোবাসার বেদনা গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৩৫৪ সালে রমাপদর প্রথম উপন্যাস ‘প্রথম প্রহর’ যখন প্রকাশিত হয় তখন পর্যন্ত তাঁর অনেকগুলি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। রমাপদ তখন প্রতিষ্ঠিত গল্পলেখক। এই বছরই রমাপদর ‘দরবারী’ গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল যা পাঠক সমাজে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। তুলসীদাসী রামায়ণের বিখ্যাত চারটি লাইন – “পহেলা প্রহর মে সব কৈ জাগে / দোসরা প্রহর মে ভোগী / তিসরা প্রহর মে তস্কর জাগে / চৌঠা প্রহর মে যোগী”[৩] রমাপদকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মনে

হয়েছিল মানুষের জীবনেরও এমনি চারটি প্রহর। কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য। মানব জীবনের এই প্রথম প্রহরের কথাই রমাপদ 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। হেঁটে কিংবা গরুর গাড়িতে যাতায়াতকারী মানুষের জীবনে যখন রেল এল, তখন তার জীবনের গতি দ্রুত হল। রেল নামক এই যন্ত্রদানবের বিপ্লবের কথা এবং এক কিশোরের রেলশহরে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হবার কাহিনী 'প্রথম প্রহর'। এই উপন্যাসটি কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। একেবারে সরাসরি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

রমাপদ চৌধুরীর একমাত্র ইতিহাসাশ্রিত এবং পাঠক দরবারে বিপুল সাড়া জাগানো উপন্যাস 'লালবাঈ' (১৩৬৩)। এই সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন - "'লালবাঈ' এর মতো জনপ্রিয়তা আমার আর কোন উপন্যাসই পায়নি। আমি রাতারাতি বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত হয়ে গেলাম।"[৪] ইতিহাসকে আশ্রয় করে 'লালবাঈ' রচনা করলেও লেখকের মতে এটি ইতিহাস নয়, উপন্যাস। বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে কল্পনাকে মিশ্রণ করেছেন তিনি। এই উপন্যাসের কাহিনীর মূল ভিত্তি মল্লভূম সাম্রাজ্যের আদি মল্ল রাজা রঘুনাথের নিষিদ্ধ প্রণয় ও বিষ্ণুপুরের নূরজাহান লালবাঈয়ের অতৃপ্ত কামনা। 'ধর্মযোগ' পত্রিকায় এই উপন্যাসের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং পরে হিন্দি ভাষায় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী শোভা রূপানি একে সিন্ধি ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও 'লালবাঈ'এর পরে রমাপদ আর কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেননি। এর কারণ দুটো। প্রথমত, 'খারিজ' উপন্যাস লেখার পূর্বে লেখক ছিলেন বৈচিত্র্যের সন্ধানী। তার জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয়ত, রমাপদ অতিকথনে আস্থাবান নন। অথচ অতিকথনই ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম দিক।

রমাপদর প্রথম পর্বের উপন্যাসে ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমৃদ্ধি। এই পর্বে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল 'লালবাঈ'। এই উপন্যাসটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। জনপ্রিয় হয়েছিল লেখকের 'এই পৃথিবী পান্থ নিবাস' (১৩৬৭) এবং 'দুটি চোখ দুটি মন' (১৩৬৮) উপন্যাস দুটিও। শেষোক্ত উপন্যাসটি 'আলো-আঁধার' নামে রমাপদ চৌধুরীর দশটি উপন্যাস নামক সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'দরবারী' গল্পগ্রন্থ ও 'লালবাঈ' উপন্যাসের জনপ্রিয়তা লেখককে সবদিক থেকে শীর্ষে তুলে দিয়েছিল। একদিকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে বাণিজ্যিক সফলতা।

'খারিজ' (১৩৮১) উপন্যাস লেখার পূর্ব পর্যন্ত রমাপদ ছিলেন রোমান্টিক লেখক। 'খারিজ' তাঁকে অন্য পরিচিতি দিয়েছে। মধ্যবিত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ব্রতী হলেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার চার বছর পর নয়া দিল্লির বিকাশ প্রকাশন বের করে এর ইংরেজি অনুবাদ 'নাথিং বাট দি ট্রুথ'। পত্রিকায় 'খারিজ' মালয়ালম ভাষায় অনূদিত হয়। মৃণাল সেন 'খারিজ'কে চিত্ররূপ দেন এবং কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি সম্মানিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে 'খারিজ' একটি বাচ্চা চাকরের গল্প মনে হলেও আসলে রমাপদ এখানে মধ্যবিত্ত সমাজ ও মানসিকতার চিত্রই তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে যে একটা নিঃশব্দ পালাবদল ঘটে গেছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। অতি পরিচিত জগতের ক্রমশ বদলে যাওয়ার এই চিত্র রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যকীর্তিতে আমরা অবলোকন করি। আমাদের কৌতুহল উদ্রিক্ত হয়। আমরা বিস্মিত হই, অভিভূত হই। চির পরিচিত গণ্ডির মধ্যে বৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষ করি লেখকের দৃষ্টিতে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা বিশেষত মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেমসমস্যা নিয়ে লেখক লিখেছেন বেশ কয়েকটি উপন্যাস। বিষয়টি চিরকালীন হলেও উপস্থাপনার রীতিতে নতুনত্ব রয়েছে। জীবনের একটা

সময়কে প্রেক্ষাপট করে চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাসংঘাত এবং পারস্পরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে উপন্যাসগুলি পাঠকের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' (১৩৬৭), 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর' (১৩৭৪), 'জরির আঁচল' (১৩৭৪), 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' (১৩৭৯) প্রভৃতি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর' উপন্যাসটির আঙ্গিক, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা সংঘাত মধ্যবিত্ত জীবনের ছকে বাঁধা অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা। উপন্যাসে প্রৌঢ় অনুকূল ও তরুণী রুক্সিণীর ঘনিষ্ঠতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক রমাপদ উপন্যাসের জন্য তৈরি নিজস্ব ফর্ম, যাকে তিনি Mixed Weves বা মিশ্র তরঙ্গ নাম দিয়েছেন, তা তিনি মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে ব্যবহার করেছেন। এতে একটা গল্পকে গতানুগতিকভাবে বলে যাওয়ার যে ফর্ম সেটা তিনি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসে তিনি পরের কথা আগে বলেছেন, আগের কথা পরে চলে যাচ্ছে। একটা ঘটনা এখন ঘটছে, সেটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে না বলে উপন্যাসে পরে বললেন। 'পরাজিত সম্রাট'(১৩৭৩) উপন্যাসে তিনি এই নীতি অবলম্বন করেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা নিয়ে লিখিত এই উপন্যাসটি অনেক গভীর যন্ত্রণার ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরে। মধ্যবিত্ত জীবনে নৈতিকতা যে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এই সত্যে ভাস্বর তাঁর উপন্যাসগুলি।

ঔপন্যাসিক তরুণ-তরুণীদের নিয়ে লিখেছেন 'এখনই' (১৩৭৬) এবং 'পিকনিক' (১৩৭৭)। এই দু'টি উপন্যাস তরুণ-তরুণীদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এর কারণ সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন – "তার কারণ ঠিক এই সময়েই- ধরা যাক ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল একটি বিস্ফোরণের যুগ- সামাজিক বিস্ফোরণ, সেই প্রথম কলেজের মেয়েরা রাতারাতি বদলে হঠাৎ যেন এক ঝলক আলোয় বেরিয়ে এসে জানান দিল ছেলেদের সঙ্গেও সমান পাল্লায় আড্ডা দেওয়া যায়, বন্ধু হওয়া যায়। পুরুষ মানেই প্রেম নয়। যাদের নামে এই বইয়ের উৎসর্গ তারা এবং তাদের বন্ধুরা একটা নতুন দিনের খবর এনে দিয়েছিল, আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই 'এখনই' এবং 'পিকনিক' লেখা হয়।"[৫]

বিহার অঞ্চলের সাঁওতাল পরগণার আদিম মানুষদের জীবন সংঘাতের চিত্র 'অরণ্য আদিম' (১৩৬৪)। অবিভক্ত বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে উত্তরে রামগড় এবং ভুরকুন্ডা ছাড়িয়ে পাতরাতু মহুয়ামিলন, লাতেহারের নীলাভ পার্বত্য অঞ্চল এই কাহিনীর পটভূমি। আদিম মানুষ আর সভ্য মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভিতর থেকে মানব চরিত্রের এক নির্যাস ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে। ভালোবাসার বিচিত্র রূপের প্রকাশ 'জরির আঁচল' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটিকে রমাপদর কিশোর বয়সের আর 'এখনই'কে যৌবনের অভিজ্ঞতা বলা যায়। রমাপদর প্রেম সম্পর্কিত উপন্যাসে দেখা যায় প্রায়শই তাদের পুরুষ চরিত্রগুলি তাদের প্রেয়সীর কাছে আঘাতে, প্রত্যাখ্যানে, উদাসীনতায় বিপর্যস্ত হয়েছে। 'জরির আঁচল' উপন্যাসের কিশোর প্রেমিক তিমির, 'এখনই' উপন্যাসের তরুণ, 'পরাজিত সম্রাট' উপন্যাসে নিরুপম এবং 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' উপন্যাসের অনুপম প্রত্যেকটি চরিত্রের জীবন ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে।

সত্তর-আশির দশকে ঔপন্যাসিক রমাপদর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবিত্ত সমাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এই সময়ের উপন্যাসগুলিতে। 'খারিজ' (১৩৮১), 'লজ্জা' (১৩৮৩), 'হৃদয়' (১৩৮৩), 'বীজ' (১৩৮৫), 'চড়াই' (১৩৮৭), 'রূপ' (১৩৮৭), 'বাহিরি' (১৩৯০), 'অভিমন্যু' (১৩৮৯), 'ছাদ' (১৩৮২) প্রভৃতি প্রতিটি উপন্যাসে তিনি পাঠককে মধ্যবিত্ত সমাজের শিকড়ের মুখোমুখি দাঁড়

করিয়েছেন। 'বীজ' উপন্যাসের শশাঙ্কমোহন, 'রূপ' উপন্যাসের ধূর্জটিপ্রসাদ, 'ছাদ' উপন্যাসের সোমনাথ চরিত্রের মধ্যে একটা মিল রয়ে গেছে। এরা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তাব্যক্তি। এদের প্রত্যেকেরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু পরিবারের লোকেরা এদের প্রকৃত মূল্য বুঝতে চায়নি। ফলে তাদের মধ্যে একটা অভিমান কাজ করেছে। যে অভিমানে শশাঙ্কমোহন সংসার ত্যাগ করে গেছে, ধূর্জটিপ্রসাদ নিজের হৃদয়ের সীমাহীন ব্যথাকে লুকিয়ে রেখেছে আর সোমনাথ যুগের ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার প্রতি হয়ে উদাসীন হয়ে গেছে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সোমনাথ পরিবার, পরিবেশ ও জীবনচর্চায় কোন সংগতি খুঁজে পায় না। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। নিজের মূল্যে পরিবারের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠতে না পারা সোমনাথ সবকিছু সম্বন্ধেই নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই প্রেসিডেন্টের গাড়ি তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য এসে ফিরে গেছে এই খবর শুনেও সে উদাসীন থাকতে পারে আর বাড়ির লোকজনদের আক্ষেপ, ক্ষোভ, রাগ, অভিযোগ তার কাছে নিরর্থক বলে মনে হয়।

'দুটি চোখ দুটি মন' (১৩৬৮) রমাপদর প্রথম জীবনের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। 'আলো আঁধার' নামে দশটি উপন্যাসে সংকলিত এই উপন্যাসটি নিছক একটি প্রেমকাহিনী। শারীরিক-মানসিক প্রতিকূলতা ও আদর্শের কারণে তাঁর দু'বছর লেগেছিল বইটি শেষ করতে। সমকালে জনপ্রিয় এই প্রেমের উপন্যাস লেখকের রোমান্টিকতার প্রতি প্রবণতাকে নির্দেশ করে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে লেখক যতই রোমান্টিকতায় ঝুঁকে থাকুন কিংবা পাঠক যতই তাকে রোমান্টিক লেখকরূপে ভাবুক আসলে এই উপন্যাসের পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন কলকাতা শহর। ফেলে আসা সময়ের জীবন্ত ছবি এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। 'দ্বিতীয়া' (১৩৮৪) উপন্যাসের বিশিষ্টতা এর বিষয়গুণ। এই উপন্যাসে সুদেষ্ণার বৈধব্যসংস্কার ও মুক্তিবাসনার মাঝে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কিশোরী কন্যা ঝুমুর এবং কার্যত সেই তাকে বাধ্য করেছে বৈধব্যসংস্কার মেনে চলতে। 'দ্বিতীয়া'র দেড় দশক পরে লেখা 'স্বার্থ' উপন্যাসে জয়ন্তীর যে অগ্রসরতা এবং নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে সাহসিকতা দেখা যায় তার শুরু 'দ্বিতীয়া'র সুদেষ্ণা তার চারপাশে বিশেষত পারিবারিক স্বার্থে নিজস্ব চাহিদা, ইচ্ছা, বাসনা ইত্যাদিকে বলি দিয়েছে।

একটি ধর্মশালার মতো ছোট্ট হোটেলকে কেন্দ্র করে লেখা 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' (১৩৬৭)। ভুবনেশ্বরের এক হোটেলে লেখক একবার সস্ত্রীক সকন্যা দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে গিয়ে অবস্থান করেছিলেন। সেখানে তিনি যে চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথাই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথাগতভাবে কোন গল্প না বলে কেবলমাত্র চোখে দেখা ঘটনাগুলির বর্ণনা তিনি করে গেছেন উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে রমাপদ নিজেই বলেছেন – "ঠিক যেমন দেখেছি, ঠিক সেভাবেই লিখে গিয়েছি। বলতে গেলে প্রায় কিছুই কল্পনা করতে হয়নি। লেখকের কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে তা শুধু দেখার চোখ।"[৬] ফলে চরিত্রগুলিকে যেমন অপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেভাবেই তারা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস ধরে দেশ সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হবার পর ১৯৬২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'বনপলাশীর পদাবলী' উপন্যাস। একটি গ্রামকে পটভূমি করে, সেই পটভূমিতে বিভিন্ন গ্রাম্য চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক এই উপন্যাসে। উপন্যাসটির বিজ্ঞাপন দেবার সময় এর নামকরণ করেছিলেন 'পলাশবনের পদাবলী'। পুনরায় তা পাল্টে নাম দিলেন 'বনপলাশীর পদাবলী'। রমাপদ কোনদিন গ্রামে বাস করেননি। রেল শহরে বড় হয়েছেন। অথচ বনপলাশী গ্রামের সার্থক চিত্রায়ণ করেছেন এই উপন্যাসে। এই প্রসঙ্গে 'বইয়ের দেশ'এ প্রকাশিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক

সাক্ষাৎকারে রমাপদ জানিয়েছেন – "গ্রামে গিয়ে বাস করিনি কখনো। তাই পল্লীবাংলার সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ নেই। কিন্তু কখনো কখনো দেশের বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন থেকেছি কিম্বা যেসব স্কুল পড়ুয়া বন্ধু গ্রাম থেকে পড়তে আসতো তাদের কাছে গল্প শুনেছি, আর সেই সব উপকরণ থেকেই গ্রাম নিয়ে লিখেছি মাঝে মাঝে। ওই অভিজ্ঞতা নিয়েই 'বনপলাশীর পদাবলী' ও 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' লিখেছি।"[৭] প্রথমত উপন্যাসে অন্তামা, মোহনপুরের বউ, গিরিন, উদাস, পদ্ম সবকটি চরিত্রই গ্রামীণ চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' (১৩৬৪) অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ এই উপন্যাসের প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব অভিমত জানা যায় – "এ উপন্যাসের মূল ঘটনাটি পেয়েছিলাম খুবই পুরোনো দিনের একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়- মেয়েটির বোবা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিও।"৭ দ্বীপ আর সমুদ্রের চিত্রকল্পে লেখক জীবনের এক বিশেষ রূপকে অঙ্কিত করেছেন এই উপন্যাসে। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের গল্প 'বাড়ি বদলে যায়' (১৩৯৬) উপন্যাসটি। তবে এটাও ঠিক নিছক গল্প বলার জন্যই রমাপদ কখনো উপন্যাস লেখেন না। এ প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব মত – "সাধারণ পাঠকের কাছে হয়তো এ উপন্যাস নিছক ভাড়াটে বাড়িওয়ালার গল্প। সেদিক থেকে তাদের বঞ্চিতও করতে চাইনি। কিন্তু 'বাড়ি বদলে যায়' নামকরণ থেকেই বুঝা যায় এটি বাড়ি বদলের কাহিনী নয়। ভাড়াটে এবং বাড়িওয়ালা এখানে নিতান্তই দু'টি প্রতীক। সমাজের দুটি প্রান্তের মানুষের দু'টি শ্রেণীর।"[৮] উপন্যাসের আপাতত সরল কাহিনীসূত্রের মধ্য দিয়ে রমাপদ পাঠককে এক অমোঘ সত্যের মুখে দাঁড় করান। যেখানে প্রতিটি মানুষ বদলে যায়, বদল হয়ে যায় পারস্পরিক সম্পর্ক।

অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকা এবং প্রকাশকের তাগাদায় সম্পূর্ণ করা 'আরো একজন' (১৩৬৯) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জটিল মনন ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের মতো আত্মকথনরীতিতে লেখা এই উপন্যাসটিতে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনের স্নিগ্ধতা, স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসাও স্থান পেয়েছে। স্নেহ মানবজীবনে সর্বদাই নিম্নগামী। আর এই স্নেহের কাছে সবকিছুই মূল্যহীন। তাই উপন্যাসের কমলেশকে ঘরে ফিরে আসতে হয় আত্মজা বুলার টানেই। এই পারিবারিক চিত্রের পাশাপাশি রমাপদ উপন্যাসটিতে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন।

'দ্বিতীয়া' উপন্যাসে সুদেষ্ণার মুক্তি বাসনার মাঝে যেমন এসে দাঁড়িয়েছিল তারই আত্মজা, ঠিক তেমনি 'দিনকাল' (১৪০৫) উপন্যাসেও অমিতার আত্মআবিস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই আত্মজা তরুণী মুকুল। স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একসময়ে চাকুরীসূত্রে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী অমিতা নিজেকে একদিন আবিষ্কার করল বেতনভোগী কেয়ারটেকার হিসেবে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অমিতার পক্ষে এ এক যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি। অমিতার গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তরুণী মুকুল। নব্বই দশকের পরিবর্তিত মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মসম্মান প্রভৃতি আদর্শবাদের পরিচায়ক কথাগুলি মুকুলের কাছে ততক্ষণই মূল্যবান যতক্ষণ তা বস্তুসুখের ও নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ের পরিপন্থী নয়। মধ্যবিত্তের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পাশাপাশি মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলিও যে কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে, সেই চিত্রই রমাপদ তাঁর উপন্যাসগুলিতে তুলে ধরেছেন।

রমাপদ তাঁর অনেক উপন্যাসেই মধ্যবিত্তের লোভ, ঈর্ষা, সীমাবদ্ধতা ও অসহায়তাকে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু তার পাশাপাশি মধ্যবিত্তের একাংশের সদর্থক মূল্যবোধকেও অঙ্কন করেছেন। মধ্যবিত্তের সদর্থক ও সনাতন মূল্যবোধ লেখকের সাম্প্রতিক রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'আজীবন' (১৪০৫) উপন্যাসে এই বিষয়কেই রূপদান করেছেন রমাপদ। বিশ্বায়ন ও উদার অর্থনীতি চারপাশের জগতকে যেমন বদলে দিচ্ছে, তেমনি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজ। অর্থ উপার্জনে যেমন আজ মধ্যবিত্ত বাঙালি পিছিয়ে নেই, তেমনি অর্থব্যয়েও এখন সে আর কুণ্ঠিত নয়। বরং জীবনকে ভোগ করার জন্য, জীবনকে আরো সুখী করার লক্ষ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালি অনেকটাই উদারমনা। বস্তুসুখ যেমন তাদের কাম্য, তেমনি অন্তরের সুখের জন্য অর্থ ব্যয়েও তাদের কোন কুণ্ঠা বা সংকোচ নেই। তাই 'আজীবন' উপন্যাসে দেখা যায় অনন্তলাল, শুভজিৎ কিংবা সুবিমলের মত মানুষ, যাদের কারুর গর্বের জায়গা আড়ম্বরহীন ছোট্ট সাজানো সংসার, নিজের হাতে তৈরি মেধাবী সন্তান, কারো বা টাকা-পয়সার সাফল্যের উপর স্বাধীন ব্যবসাতে নিজের মত জীবনযাপনের স্বাধীনতা, আবার কারো বা ক্যান্সার গবেষণার জন্য নিজের সর্বস্ব দান করে দেওয়ার আন্তরিক তৃপ্তি।

আশাবাদী মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র 'একা একজীবন' (১৪০৭) উপন্যাসটি। এর পাশে স্বার্থকেন্দ্রিক নির্লজ্জতা, কঠোরতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। স্ত্রী চারুর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ফলে স্বামীর পত্নীর জন্য শোকের বদলে দেখা দিয়েছে স্ত্রীর জীবনবীমার মোটা অংকের টাকা আদায়ের তৎপরতা। অর্থ যে মানুষকে কতটা হীন করে তুলতে পারে, উপন্যাসের চারুর স্বামীর চরিত্রটি দেখে অনুমান করা যায়। আর মৃত চারুর আশাবাদী পরিজনেরা এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে চায় যে, চারুর স্বামীর কোনো একসময় নিশ্চয়ই অনুশোচনা হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাঁচী, পালামৌ, হাজারীবাগের কয়লাখনি অঞ্চলের চিত্র ফুটে উঠেছে 'স্বজন' (১৩৮৭) উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাঁচী ছিল ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টার, আমেরিকান সৈন্যদের ঘাঁটি। বারোয়াডিতে থাকার সময় এক ইতালীয় যুদ্ধবন্দীকে ধুতি-পাঞ্জাবীর পোশাকে ধরা পড়তে দেখেছিলেন তিনি। লেখকের মনে হয়েছিল, যুদ্ধ থেমে গেলে সবাই এক হয়ে যাবে। এইসব স্মৃতি নিয়েই তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে রমাপদ নিজেই বলেছেন – "স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারিনি বলেই বহুকাল পড়ে লিখে ফেলেছিলাম এবং নাম দিয়েছিলাম 'স্বজন'। ধুতি-পাঞ্জাবী পড়েছিল বলেই কল্পনা করে নিয়েছিলাম কোন বাঙালীর গোপন সহায়তা ছিল।"[৯]

সাহিত্যিক বিমল করকে উৎসর্গ করা 'লজ্জা' (১৩৮৩) উপন্যাসটি হিন্দিতে অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন বিমল মিশ্র। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসা একটি অপ্রকৃতস্থ মেয়েকে নিয়ে তার পরিবারের লজ্জার কাহিনী হল 'লজ্জা' উপন্যাস। রমাপদ নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন – "একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী, কিন্তু 'লজ্জা' আদৌ কোন পারিবারিক উপন্যাস নয়। আসলে মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্ত জীবনটাই যেন সবকিছু গোপন করার চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। তার অভাব অনটনই শুধু সে গোপন করে না। গোপন করতে চায় চরম দুঃখকেও। সবকিছুতেই তার লজ্জা। বিছানার চাদরটা নোংরা রাখায় তার লজ্জা নেই, বাইরের কেউ দেখে ফেলবে, অতএব দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ঝটতি সেটা বদলে ফেলা চাই। ছেলের রেজাল্ট, মেয়ের বয়স থেকে শুরু করে জীবনের সর্বত্র শুধু গোপন করো আর গোপন করো।"[১০]

সাহিত্যিক নীহাররঞ্জন রায় রমাপদর 'হৃদয়' (১৩৮৩) উপন্যাসটির প্রশংসা করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন – "আপনার বিষয়াশ্রয়, বিন্যাসের পরিপাট্য, নির্মাণ দক্ষতা, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীল গতি এবং জীবনের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সবকিছুকে আপনি একসঙ্গে বুনেছেন অপরিসীম নিপুণতায়।" রমাপদ নিজে মনে করেন তিনি যতগুলি উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে 'বীজ' (১৩৮৫) সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'বীজ' হারানো মূল্যবোধের কাহিনী। পরিবর্তনশীল সমাজ এই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। অতীতকে জানার জন্য শশাঙ্কশেখরের যে আগ্রহ তা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। লেখক শশাঙ্কশেখরের মত মানুষকে দেশের ও সংস্কৃতির বীজ বলে মনে করেন। পুরোনো মূল্যবোধ, অতীত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে শশাঙ্কশেখর অর্থহীন হলেন, একাকিত্বের অভিমানে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন এক বৃষ্টির দিনে। উপন্যাসের শুরুতে ও শেষে লেখক বৃষ্টির রূপকের সাহায্য নিয়েছেন। হয়তো আশা ছিল বৃষ্টির জলে ভিজে সেই বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হবে। 'বীজ' নামকরণের মধ্যেই উপন্যাসের এই বক্তব্য লুকিয়ে রয়েছে।

মানবজীবন ও মানবমনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি 'চড়াই' (১৩৮৭) উপন্যাস। লক্ষ্যে পৌঁছানোর ইঁদুর দৌঁড়ে ক্রমাগত উপরে উঠার নেশায় যারা অন্ধের মত এগিয়ে যায়, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের থেকে লাভবান হলেও সেই মানুষটির উপড়ে উঠার নেশায় কী পায় আর কী হারায় তার একটা চিত্র উপন্যাসে উপস্থাপিত। একটি বাস্তব কাহিনী 'অভিমুন্য' (১৩৮৯) উপন্যাসটি লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে রমাপদকে। ডাঃ সুভাষ মুখার্জী টেস্ট টিউব বেবির জন্ম নিয়ে মানুষের মনে একসময় কৌতুহল জাগিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও পদ্ধতি অনুসারে তিনি মানুষের উদ্বৃত্ত কৌতূহল মেটাতেও চেয়েছিলেন। ডাঃ মুখার্জীর জীবন, কর্মপদ্ধতি ও সামাজিক অস্বীকৃতি রমাপদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। একজন জ্ঞানী মানুষ যিনি স্বীকৃতি না পাবার ফলে আমাদের দেশ ও সমাজ তথা বিজ্ঞানেরই ক্ষতি হয়েছে বেশি। এই ডাঃ মুখার্জীই 'অভিমনু্য' উপন্যাসের প্রেরণা। ডাঃ মুখার্জী ভ্রূণ হিমায়িত করার পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেছিলেন আর এই উপন্যাসের দীপঙ্কর কাজ করেছে কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের বিষয় নিয়ে। তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর ক্ষুদ্র মানসিকতার পরিচায়ক 'বাহিরি' (১৩৯০) উপন্যাসটি। এই দেশের বিশাল জনসমাজের একটা অংশ প্রকৃতপক্ষে বাহিরি অর্থাৎ বাইরের লোক। যাদের জন্য আমাদের সমবেদনা আছে, যাদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আমরা করি। তারা উন্নতি করুক এই সৎ চাহিদাও আমাদের আছে। কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইলে আমাদের মানসিকতা বদলে যায়। মানসিক দিক দিয়ে আমরা সংকীর্ণ হয়ে যাই। ভদ্রবাবুদের মানসিক হীনতাই আলোচ্য উপন্যাসের মূল বিষয়।

টুংরি বাবা নামক এক দেবতাকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক উপাখ্যান গড়ে উঠেছে 'শেষের সীমানা' (১৩৯৩) উপন্যাসে। আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক এই উপন্যাসে রমাপদ আসলে এক জিজ্ঞাসাকে রূপ দিয়েছেন। যুক্তিবাদী মানুষ অসহায় হয়ে পড়লে অলৌকিকতার আশ্রয় কেন নেন তাই ছিল ঔপন্যাসিকের জিজ্ঞাসা। 'আকাশপ্রদীপ' (১৩৯৪) উপন্যাসে প্রচলিত অর্থে কোন নায়ক বা নায়িকা নেই। কলকাতার অসংখ্য পাড়ার মধ্যে প্রতিনিধিস্বরূপ একটি পাড়া এই উপন্যাসের নায়ক। আসলে কলকাতায় অসংখ্য মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে। ফলে একতলা, দোতলা বাড়িগুলি হয়ে যাচ্ছে অন্ত্যজ। যে কারণে পাড়ার আত্মা বা আত্মীয়তা বিলুপ্ত হচ্ছে। এরই মাঝে মধ্যবিত্তের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের সন্ধানও করেছেন লেখক। অতীশবাবু, দিনেনবাবু এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকের দেখা চরিত্র। লেখকের প্রত্যক্ষ করা বিগত দিনের পাড়ায় ঘেরা কলকাতা শহর উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে।

কিডনি বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া মানুষের সাধারণ অথচ স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রমাপদ রচনা করেছেন ‘দাগ’ (১৩৯৫) উপন্যাসটি। টাকার বিনিময়ে কিডনি দান করে অসুস্থ লোকটিকে সুস্থ করে তোলার পর কিডনি বিক্রেতার যে মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন লেখক উপন্যাসটিতে। রমাপদ চৌধুরী অতি সাধারণ বিষয়কেও গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন এবং সেই বিষয় নিয়ে যে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনার কথা ভেবেছেন তার প্রমাণ ‘ডুবসাঁতার’ (১৪০০) উপন্যাসটি। সন্তানদের পড়াশুনা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মায়েদের চিন্তাভাবনা এই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বিষয়।

‘ছোট পৃথিবীর গল্প’তে দেখা যায় পৃথিবীটা যেন মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে এসে যাচ্ছে। তাই বাঙালির ঘরকুনো বলে যে অপবাদ ছিল সেই মধ্যবিত্ত বাঙালিরা বর্তমানে কথায় কথায় বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। নবীন প্রজন্মের এই বিদেশযাত্রার ফলে বয়স্করা ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের এই সামাজিক সমস্যাই ‘বেঁচে থাকা’ (১৪০৭) উপন্যাসের মূল বিষয়। বৃহত্তর স্বার্থে পিতা-মাতারা যেমন সন্তানের কথা চিন্তা করে এতে বাধা দিচ্ছেন না, নবীন প্রজন্মও নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ পাচ্ছে না। ফলে ভিটেতে পড়ে থাকছে মা-বাবারা। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী নানা টানে নবীন প্রজন্মের গৃহ থেকে বিশ্বে ছড়িয়ে যাবার ফলে তাদের পিতা-মাতারা হয়ে পড়ছেন নিঃসঙ্গ। আর এটাই আজকের অন্যতম সমস্যা। রমাপদর উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে পাঠক শুধু বিনোদনই লাভ করেন না, সেখানে পাঠক নিজেদের দেখার ও চেনার সুযোগও পান। ‘অংশ’ (১৪০৪, দশটি উপন্যাস) উপন্যাসে দেখা যায় অধিকারবোধই বড় হয়ে ওঠে না, বরং তারই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত জীবন নিজেদের যেন জলজ দর্পণে আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কার করে।

‘আশ্রয়’ (১৩৯৬) উপন্যাসে সমস্যা দানা বেঁধে উঠেছে এক সদ্য তরুণী গৃহপরিচারিকার অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মধ্যবিত্ত পরিবারের অল্পবয়সী পরিচারিকা যমুনা হঠাৎ অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে নিজের ও পরিবারের আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্য গৃহস্বামী তাকে তাড়িয়ে দেয়। দুর্নাম ও অপবাদ এড়ানোর জন্য গৃহস্বামীর আর কোন উপায়ও থাকে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধের তাড়নায় তাড়িত হন। উপন্যাসের সূচনা হয় আশ্রয়হীনতার দুশ্চিন্তায়। কিন্তু এরপরই আত্মসম্মান বাঁচানোর চেষ্টায় বিব্রত হয়ে পড়ে কিরণময়। মধ্যবিত্তের অনিশ্চিত সামাজিক অবস্থানের পরিচয় ‘আশ্রয়’ উপন্যাস – “সারা জীবন বোধহয় মধ্যবিত্ত মানুষকে নিরাপত্তার অভাব নয়, আত্মসম্মানই তাড়া করে বেড়ায়।”[১১] ফলে নীতিবোধকে আমল না দিয়ে হিরন্ময় ও তার পরিবার আসন্নপ্রসবা আশ্রয়হীন যমুনাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। এই প্রসঙ্গে গবেষিকা শম্পা চৌধুরী তাঁর গবেষণাগ্রন্থে লিখেছেন – “বস্তুত ‘খারিজ’ থেকে মধ্যবিত্তের যে ক্রমিক অধঃপতনের ইতিহাস রচনা করে চলেন রমাপদ, ‘আশ্রয়’এ এসে তা একটি চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যায়।”[১২]

‘অহংকার’ (১৩৯৭) মধ্যবিত্তের দর্পচূর্ণের কাহিনী হলেও এর মধ্যে মিশে আছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার চিরন্তন স্ববিরোধের ইতিবৃত্ত। সিনেমা বা টিভির পর্দায় মুখ দেখানোর জন্য পুরোনো মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা সাধারণ সুখী পরিবারগুলিও প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয় এবং শেষে হতাশায় ডুবে যায়। এই প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন – “পাশের বাড়ির ফার্স্ট হওয়া ছেলেটি এখন আর আলোড়ন তোলে না। পাড়ার যে মেয়েটির মুখ টিভিতে দেখা গেছে তার কথাই শোনা যায় মুখে মুখে। এই অবক্ষয়ের চিত্রটুকুই আঁকতে চেয়েছি।”[১৩] ‘রাজস্ব’ (১৩৯৯) উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে সুধাকর অতসী, ও তাদের

দত্তকপুত্র রাজা এবং রাজার প্রকৃত মা নন্দিনীকে কেন্দ্র করে। নিঃসন্তান দম্পতির দত্তক নেওয়াকে কেন্দ্র করে সাধারণত যে পারিবারিক, সামাজিক বা মানসিক সমস্যা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, রমাপদ সে দিকটাকে পরিহার করেছেন। শুধুমাত্র যেন গল্প রচনার জন্য এই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে গেছে বলে মনে হয়। ফলে এটি লেখকের একটি দুর্বল রচনা হয়ে উঠেছে। বয়স্ক মধ্যবিত্তদের সাম্প্রতিক সমস্যার গল্প 'সাদা দেয়াল' (১৪০১) উপন্যাসটি। আধুনিক স্ট্যাটাস সিম্বলের নিরিখে উপন্যাসের কালীসাধন আর বিনোদিনীর জীবন প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে রীতিমতো ঈর্ষণীয়। কারণ তাদের দুই ছেলে, দুই বউ, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনি সবাই আমেরিকা প্রবাসী। কিন্তু লেখকের কথায় – "আমেরিকা প্রবাসী পুত্রকন্যাদের জন্য গর্বিত বাবা-মায়ের হা হা হাসিটা ছিল ভেতরের হাহাকার।"[১৪] এই হাহাকারের ভাষাই সমগ্র উপন্যাসে রূপ পেয়েছে।

লেখকের মতে ষোল আনা বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে 'পাওয়া' (১৪০২) উপন্যাসের কাহিনী। আপাতদৃষ্টিতে এই উপন্যাসের উপজীব্য পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত প্রেমসম্পর্ক। সুবিমলের রঞ্জনার প্রতি অবৈধ আকর্ষণ কল্যাণী আর পাঁচটা মেয়ের মতোই মেনে নিতে পারেনি। উপন্যাসের মূল সমস্যাটি দেখা হয়েছে নারীর চোখ দিয়ে এবং শুধু একজন নয় তিন প্রজন্মের তিনজন নারী। কনকনলিনী, কল্যাণী ও রিমির প্রতিক্রিয়া উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। 'জৈব' (১৪০৩) সম্পূর্ণরূপেই একটি নারীকেন্দ্রিক রচনা। সুতনুকা এমনই একজন নারী যে নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে যতটা ভালোবাসে, ততটাই আকাঙ্ক্ষা করে গুণের স্বীকৃতি। সুতনুকার চরিত্রের বিশ্লেষণে ও রূপায়ণে সত্তরোর্ধ কথকের আধুনিক মানসিকতা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও ঈর্ষণীয়। 'মানুষের সংসার' (১৪০৮) উপন্যাসে বাবার মৃত্যুশোক প্রশমিত হওয়ার আগেই সন্তানদের মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায় উত্তরাধিকারের ভোগদখল নিয়ে তৎপরতা। অর্থ হয়ে ওঠে পারিবারিক সম্পর্কের নিয়ামক। এই উপন্যাসের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকে পিতা-মাতার সংসার থেকে সন্তানদের ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যাওয়ার কাহিনী।

রমাপদ চৌধুরীর 'সুখ-দুঃখ' (১৪১১) উপন্যাসটিতে আছে দুটি কাহিনী। প্রথম কাহিনী 'সুখ-দুঃখ' ও দ্বিতীয় কাহিনী 'ভবিষ্যৎ' নামে প্রকাশিত। মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাপন, চাহিদা, ভালোলাগা, মন্দলাগা, স্বপ্ন 'সুখ-দুঃখ' উপন্যাসের প্রথম কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। একজন মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী চরিত্র তার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী সন্তানটির মাতাপিতার অসহায় মানসিক অবস্থাও এতে রয়েছে। দ্বিতীয় কাহিনী 'ভবিষ্যত'এ নাতনি মিনুকে নিয়ে এক ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার আশা, চাহিদা, ভালোলাগা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মায়েদের সুস্পষ্ট ছবিও এখানে চিত্রিত হয়েছে। 'পশ্চাৎপট' (১৪১১) রমাপদ চৌধুরীর লেখা শেষতম উপন্যাস। বৈচিত্র্য রমাপদর উপন্যাসে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'খারিজ' পর্যন্ত তিনি উপন্যাসের বিষয়ে বৈচিত্র্যের সন্ধানী। আবার 'খারিজ'এর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তিনি একই বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করেছেন। 'পশ্চাদপট' উপন্যাসটি পত্রাকারে রচিত। এই উপন্যাসে কথক মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের দ্বিচারিতা, স্বার্থপরতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এখানে কথক স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব গড়ে তোলার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যেখানে তাকে পূর্ব ইতিহাস তথা উত্তরাধিকারের দায় বহন করে চলতে হবে না। সে পূর্ণ হয়ে উঠবে একেবারেই নিজের মতো করে। অর্জন করবে একক অস্তিত্বের গৌরব। এ যেন এক দার্শনিক প্রশ্ন কথক অমৃতের, যার কাছে সামাজিক ন্যায়, নীতি বা মূল্যবোধ নিতান্তই তুচ্ছ। এই উপন্যাস যদি রমাপদ চৌধুরীর শেষ উপন্যাস না হতো তবে এখান থেকে লেখকের লেখায় আর এক বদলের শুরু হতো বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্রঃ

1) দত্ত, বিজয়কুমার, 'আর্ত হৃদয়ের রূপকার:বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী', দ্রষ্টব্য: 'প্রমা', সুরজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), পৃঃ ৯৩।
2) চৌধুরী, শম্পা, 'ইতিহাস সমকাল ও রমাপদ চৌধুরী', দ্রষ্টব্য: 'দেশ', অভীক সরকার, ১৭ই জুন, ২০০৫, পৃঃ ৯৫।
3) 'তুলসীদাসী রামায়ণ', দ্রষ্টব্য: 'উপন্যাস সমগ্র'-২, রমাপদ চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৫, পৃঃ ০৯।
4) চৌধুরী রমাপদ, 'উপন্যাস সমগ্র'-৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জুন, ১৯৯৪, পৃঃ ৫১২।
5) তদেব, 'উপন্যাস সমগ্র'-২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৬০-৬১।
6) তদেব, 'উপন্যাস সমগ্র'-৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জুন, ১৯৯৪, পৃঃ ৫১৬।
7) 'বইয়ের দেশ', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০৫, দ্রষ্টব্য: সাক্ষাৎকার - রমাপদ চৌধুরী: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৯-৭০।
8) রমাপদ চৌধুরী, 'উপন্যাস সমগ্র'-২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৬০।
9) তদেব, 'উপন্যাস সমগ্র'-২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৬১-৬২।
10) তদেব, 'উপন্যাস সমগ্র'-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৩, পৃঃ ৪৩৫।
11) তদেব, 'উপন্যাস সমগ্র'-৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৩, পৃঃ ৪৮১।
12) চৌধুরী, শম্পা, 'রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প', এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১০, পৃঃ ১৯৮।
13) রমাপদ চৌধুরী, 'উপন্যাস সমগ্র'-৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৩, পৃঃ ৫০৩।
14) তদেব, 'উপন্যাস সমগ্র'-৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৬, পৃঃ ২৫৬।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

1) দত্ত, বিজয়কুমার, 'আর্ত হৃদয়ের রূপকার:বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী', দ্রষ্টব্য: 'প্রমা', সুরজিৎ ঘোষ (সম্পাদক)।
2) চৌধুরী, শম্পা, 'ইতিহাস সমকাল ও রমাপদ চৌধুরী', দ্রষ্টব্য: 'দেশ', অভীক সরকার, ১৭ই জুন, ২০০৫।

3) ‘তুলসীদাসী রামায়ণ’, দ্রষ্টব্য: ‘উপন্যাস সমগ্র’-২, রমাপদ চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৫।
4) চৌধুরী রমাপদ, ‘উপন্যাস সমগ্র’-৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জুন, ১৯৯৪।
5) তদেব, ‘উপন্যাস সমগ্র’-২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৫।
6) তদেব, ‘উপন্যাস সমগ্র’-৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জুন, ১৯৯৪।
7) ‘বইয়ের দেশ’, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০৫, দ্রষ্টব্য: সাক্ষাৎকার - রমাপদ চৌধুরী : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।
8) রমাপদ চৌধুরী, ‘উপন্যাস সমগ্র’-২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৫।
9) তদেব, ‘উপন্যাস সমগ্র’-২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৫।
10) তদেব, ‘উপন্যাস সমগ্র’-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৩।
11) তদেব, ‘উপন্যাস সমগ্র’-৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৩।
12) চৌধুরী, শম্পা, ‘রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প’, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১০।
13) রমাপদ চৌধুরী, ‘উপন্যাস সমগ্র’-৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৩।
14) তদেব, ‘উপন্যাস সমগ্র’-৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলি-৯, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৬।